যায়যায়দিন

তারিখ 19 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

জাপানের শিক্ষা পদ্ধতির নতুন মডেল ইনডিয়া

জাপানের মতো বিশ্বের অন্যতম ধনী দেশ কিনা ভুগছে আত্মবিশ্বাসহীনতায়! সাম্প্রতিক সময়ে নিজ সামর্থ্যের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়েছে এবং আস্থা রাখতে পারছে না নিজের ওপর!

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দ্রুত সামনের পানে ধেয়ে চলছে এ রকম আর সব এশিয়ান দেশ, বিশেষ করে চায়না বা ইনডিয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার মতো যোগ্যতা নিজের আছে কি না, সে বিষয়ে ইদানীং দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগতে শুরু করেছে এশিয়ার বিস্ময় দেশ হিসেবে খ্যাত জাপান। বিশ্ব বাজারে তুমুল প্রতিযোগিতাকারী, সাহসী এক দেশ জাপান। অথচ সাম্প্রতিক সময়ে নিজের যোগ্যতা নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগছে দেশটি।

ফাটল ধরেছে তার মনোবলে, ঘাটতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে নিজের প্রতি আস্থার ক্ষেত্রেও। সত্যিই যে জাপানিজদের আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরেছে, তার একটি বড় প্রমাণ হলো কিছুটা খামখেয়ালি এবং মোটা হওয়ার প্রবণতাসম্পন্ন এ জাতিটি শেষ পর্যন্ত ইনডিয়ান শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সেদিকে ঝুকে পড়েছে এবং তাদের মধ্যে এ প্রবণতা দিন দিন বাড়ছে তো বাড়ছেই।

ক্ষুদে ইনডিয়ান শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ও মেধার ক্রমবিকাশ এবং এর ফলে জাপানিজদের মধ্যে সৃষ্ট অনিশ্চয়তা যেন চিরাচরিত সেই সত্যটির প্রতিফলন ঘটাচ্ছে যে কারো পৌষ মাস আর কারো সর্বনাশ। স্বদেশের স্কুলগুলোর ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে জাপানিজ অভিভাবকরা। যে স্কুলগুলোতে সুযোগ-সুবিধার কোনো ঘাটতি ছিল না বা এক সময় যে সব স্কুল থেকে বিশ্বমানের শিক্ষার্থীরা বেরিয়ে আসতো, সেই স্কুলগুলোর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে ইদানীং আশঙ্কায় ভুগতে হচ্ছে জাপানিজদের। সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তায় শঙ্কিত এসব অভিভাবকের অনেকেই ঝুকছে ইনডিয়ার অনুসৃত শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে। তাদের অনেকের মতেই, শিক্ষা পদ্ধতির মানের দিক থেকে ইনডিয়ানরা বর্তমান বিশ্বে প্রভুত্বের আসন দখল করে নিয়েছে।

জাপানের বুক স্টলগুলো এখন 'এক্সট্রিম ইনডিয়ান অ্যারিথম্যাটিক ড্রিলস' বা 'দি আননোন সিক্রেটস অফ দি ইনডিয়ানস' প্রভৃতি শিরোনামের বইয়ে ভর্তি। দেশটির পত্রপত্রিকায় ফলাও করে প্রচার করা হয়, ইনডিয়ান শিশুরা ৯ ঘরের তো বটেই, তার ওপরের ঘরের নামতাও অনায়াসে গড়গড় করে বলে যেতে পারে। অথচ জাপানে সেসব শেখানো হয় প্রাথমিক স্কুলগুলোর তরুণ শিক্ষার্থীদের। এছাড়া পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট এ রকমও বলা হয়, জাপানে সামান্য যে ক'টা ইনডিয়ান স্কুল আছে, সেসব স্কুলে নিজ সন্তানকে পড়ানোর জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন অনেক অভিভাবক।

সেটার ক্লাস রুমের দেয়ালে যেসব পোস্টার সাটা রয়েছে, সেগুলোতেও আকা আছে ইনডিয়ার বিভিন্ন গল্প, উপন্যাস এবং মিথলজির অনেক চরিত্রের ছবি। যেমন একটি পোস্টারে দেখা যায়, পালক বসানো পাগড়ি পরে নৃত্যরত হাতির ছবি। কিন্ডারগার্টেনটির ক্ষুদে শিক্ষার্থীদেরও প্রায়ই রঙ করতে দেখা যায় সবুজ ও জাফরান রঙের ইনডিয়ান পতাকাকে।

টোকিওর এক উপশহর মিতাকার একটি স্কুল লিটল অ্যাঞ্জেলস ইংলিশ একাডেমি অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল কিন্ডারগার্টেন। সেটা মোট ছাত্র সংখ্যা ৪৫। তার মধ্যে মাত্র ১ জন ইনডিয়ান। বাদ বাকি প্রায় সবাই জাপানিজ। সেখানে বর্তমানে যেসব বই পড়ানো হচ্ছে সেগুলোও অধিকাংশই ইনডিয়ান। তাছাড়া স্কুলের বেশিরভাগ শিক্ষক সাউথ এশিয়ান।

ঐতিহাসিক ও শিক্ষাবিদরা বলেন, নিজেদের শিক্ষা ক্ষেত্রের বা আর কোনো ক্ষেত্রের মডেল হবে অন্য কোনো এশিয়ান দেশ, মাত্র কয়েক বছর আগেও জাপানিজদের ভাবনায় এ রকম কিছু ছিল কল্পনারও অতীত। কেননা এশিয়ার সবচেয়ে অগ্রগামী দেশ বলে জাপান এতোদিন এ অঞ্চলের অন্য সব দেশকে বিশেষ পাত্তা দেয়নি। বাস্তবিক পক্ষে প্রায় এক শতাব্দী যাবৎ এ অঞ্চলে প্রভুত্ব করেছে জাপান। জাপানই এ অঞ্চলের একমাত্র দেশ যেটা উন্নয়নের ক্ষেত্রে পশ্চিমি দেশগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে।

তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জাপান ক্রমাগতভাবে এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে শুরু করেছে। শ্রেষ্ঠত্বের আসন ধরে রাখতে পারবে কি না তা নিয়ে অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে গেছে। চায়না বা ইনডিয়ার কাছে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের আসন ভূলুণ্ঠিত হতে পারে, এ রকম আশঙ্কায় ভীত হয়ে পড়েছে এক সময়ের এশিয়ার অর্থনৈতিক পরাশক্তি পশ্চিমি জাপান। এ দুটি বৃহৎ দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের দ্রুত অগ্রগতি এবং আধুনিকতার আলোয় ম্লান হয়ে যেতে পারে নিজেদের আলো এমন আশঙ্কাতেই ভুগছে জাপান। চায়না আর ইনডিয়ার ক্রমবাড়ন্ত অর্থনীতির ভারে যেন নুয়ে পড়তে শুরু করেছে দেশটি। তাই এসব ভীতি বা আশঙ্কা কাটিয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। আপ্রাণ চেষ্টা করছে দেশটির সরকার যেন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নিজেদের একক আধিপত্য বজায় রাখা যায়। এছাড়াও জোরালো পদক্ষেপ নিয়েছে সামরিক দিক থেকেও নিজেকে শক্তিশালী করার। কিন্তু বাধ্য করা হচ্ছে যেন জাপান তার প্রতিবেশী দেশগুলোর ব্যাপারে অতীতের মতোই নিস্পৃহ বা উদাসীন থাকে।

এজন্যই মনে হচ্ছে যেন কিছুটা বাধ্য হয়েই অন্যদের প্রতি এক নতুন ধরনের সম্মান প্রদর্শন করতে শুরু করেছে এক সময়ে রাজতান্ত্রিক এবং দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর গণতান্ত্রিক জাপান।

টোকিওর সফিয়া ইউনিভার্সিটির এশিয়ান কালচারস বিভাগের প্রফেসর ইয়োশিনরি মুরাই বলেন, 'এতোকাল চায়না এবং ইনডিয়াকে পশ্চাৎপদ এবং গরিব রাষ্ট্র হিসেবে ভাবতেই অভ্যস্ত ছিল জাপান। তবে বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস যেন অনেকটাই হারিয়েছে জাপান। ফলে এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে নিজের স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতেও বেশ কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। চায়না এবং ইনডিয়াকে এখন বেশ সমীহের চোখে দেখতে শুরু করেছে জাপান। বুঝতে পেরেছে, এ দুটি দেশের কাছ থেকে তারও শিক্ষণীয় কিছু আছে।

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত এক প্রতিযোগিতায় এশিয়ানদের তুলনায় বড় ব্যবধানে পিছিয়ে পড়ায় শিক্ষা ক্ষেত্রে নিজেদের শ্রেষ্ঠ ভাবতে অভ্যস্ত জাপানিজদের বদ্ধমূল যে বিশ্বাস ছিল, তাতে আমূল পরিবর্তন এসেছে। পাল্টে গেছে দেশটির চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গি। সমীহ করতে শুরু করেছে প্রতিযোগী দেশগুলোকে। জাপানকে ঘিরে অর্গানাইজেশন ফর ইকনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বা ওইসিডি (OECD)-র সাম্প্রতিক এক ঘোষণা অনেকটা সতর্ক সঙ্কেতের মতো লেগেছে।

কিছুদিন আগে এ সংস্থাটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, গণিতে মেধা যাচাইয়ের এক আন্তর্জাতিক জরিপ অনুযায়ী ২০০০ সাল থেকে গণিতে মেধাবীদের তালিকায় ১ নাম্বারে থাকা জাপানের

ইনডিয়ার স্কুলে জাপানিজ শিশুদের সংখ্যা বাড়ছে